সমকাল

তারিখ 21 JUN 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেতে গবেষণাকর্ম চুরির অভিযোগ

■ সাব্বির নেওয়াজ

অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেতে দ্বিতীয়বারের মতো গবেষণাকর্ম চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ড. সালমা বেগম এই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগ কমিটির সিলেকশন সভা। এতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তিনজন শিক্ষক 'অধ্যাপক' হতে আবেদন করেছেন। তারা হলেন– ড. আনোয়ার হোসেন, ড. জাহাঙ্গীর আলম ও ড. সালমা বেগম। পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে গবেষণার প্রকাশনা ড. সালমা বেগম জমা দিয়েছেন তাতে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য সালমা বেগম ৩৮/৪ বাংলাবাজারের বিশ্বসাহিত্য ভবন নামের প্রকাশনী থেকে বের হওয়া তার একটি বই জমা দিয়েছেন। 'অ্যান ওভারভিউ অন ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল সিস্টেম অব বাংলাদেশ' নামক বইয়ের পাতায় পাতায় ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব স্ট্যাটিসটিক্স (এনএসডিএস)'-এর তথ্য। এমনকি সরকারি ওই সংস্থার ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

// অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

গবেষণাকর্মের বিভিন্ন লাইন ও প্যারা সালমা নিজের বইয়ে হুবহু তুলে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো সূত্রও উল্লেখ করেননি। সম্প্রতি বিভাগীয় সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটির সভায় তা ধরা পড়ে।

সালমার বইয়ের ২২০ ও ২২১ পৃষ্ঠার লেখা হুবহু মিলে গেছে এনএসডিএসের ৮২, ৮৩ ও ৮৯ পৃষ্ঠার সঙ্গে। এনএসডিএসের ৩৫ পৃষ্ঠার লেখা হুবহু পাওয়া যাচ্ছে সালমার বইয়ের ১০৮ পৃষ্ঠায়। পৃষ্ঠা ৩৬-এর সঙ্গে ১০৯, ৩৭-এর সঙ্গে ১০ ও ১১, ৩৮-এর সঙ্গে ১১২, ১১৩ ও ১১৪, পৃষ্ঠা ৬০-এর সঙ্গে বইয়ের পৃষ্ঠার ১৪৫, ১৪৬ ও ১৪৭, ৬৩ পৃষ্ঠার সঙ্গে ১৪৯ ও ১৫৬ এবং ৬৪ পৃষ্ঠার সঙ্গে ১৫০ ও ১৫১ পৃষ্ঠার মিল রয়েছে।

জানা গেছে, এনএসডিএসের প্রতিবেদন তৈরির সময় অন্য দু'জনের সঙ্গে সালমা বেগমও বিশেষজ্ঞ (কনসালট্যান্ট) ছিলেন। তবে এ প্রতিবেদনের স্বত্ব বিবিএসের, কোনোভাবেই সালমা বেগমের নয়। এ ছাড়া এটা তার কোনো মৌলিক কাজ নয়, যা তিনি তার বইয়ে কোনো তথ্যসূত্র ছাড়াই ব্যবহার করতে পারেন।

বিভাগের একাধিক শিক্ষক জানান, সালমা বেগমের পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। তার পিএইচডির থিসিস বিভাগের কোনো শিক্ষক দেখেননি। জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা জানান, নিয়ম থাকলেও সালমার পিএইচডি থিসিস নিয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে কোনো সেমিনার হয়নি।

সূত্র জানায়, সালমা বেগম ২০০২ সালে চাকরি নিয়ে বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ২০১৩ সালের এপ্রিলে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য আরেক দফা আবেদন করেছিলেন। সেবারও তার বিরুদ্ধে গবেষণা প্রবন্ধ চুরির অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় তৎকালীন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরিন আহমাদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তখন সালমা বেগম নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পান।

গত রোববার এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে ড. সালমা বেগম সমকালকে বলেন, 'কী নিয়ে জানতে চান বলুন।' বিষয়টি তাকে জানানো হলে তিনি বলেন, 'এসব বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। এ ছাড়া আমি অসুস্থ। চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছি।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'কোন তথ্য কোথা থেকে তিনি তুলে দিয়েছেন তা আমার জানা নেই। যিনি অন্য জায়গা থেকে তথ্য এনে তুলে দিয়েছেন তিনিই ভালো বলতে পারবেন।'